গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ১৭ - ২৩ মে ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com চার পাতা মূল্য ঃ ১ টাকা ■ ১

মোদির রাজত্বে উন্নয়ন

মদের বিক্রি বেড়েছে দেদার

ভোটের মুখে দেদার উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনাচ্ছেন কেন্দ্র-রাজ্যের শাসক দলগুলির নেতা-নেত্রীরা। কিন্তু বাস্তবে কী করেছেন তাঁরা মানুষের জন্য? বেকারদের কাজ দিয়েছেন? মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পরাতে পেরেছেন? সবার জন্য শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন? সমাজে নীতি-নৈতিকতার অধোগতি রোধ করার চেষ্টা করেছেন? না এসব কিছুই তাঁরা করেননি। তা হলে তাঁরা মানুষের জন্য কী করেছেন? যে কাজটা তাঁরা করেছেন তা হল, দেশের মানুষ এসব অভাবগুলি যাতে অনুভবই করতে না পারে তার জন্য মদের ঢালাও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত ল্যান্সেট জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দেশের মানুষের মধ্যে বার্ষিক মদ্যপানের পরিমাণ ২০১০-১৭ এই সাত বছরে গড়ে ৩৮ শতাংশ বেড়ে গেছে। ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে তারা দেশের মানুষের জন্য কিছুই করেনি, সে কথা ঠিক নয়। মানুষ খেতে পাক বা না পাক, বেকারদের কাজ কিংবা রোগে ওষুধ জুটুক বা না জুটুক, শিক্ষার অভাবে অজ্ঞ-মূর্খ হয়েই থাকুক— দেশে মদের সরবরাহে ঘাটতি সরকার রাখেনি। সংস্থাটি জানিয়েছে, যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতীয়দের বার্ষিক গড় মদ্যপানের পরিমাণ আরও ২.২ লিটার বাড়বে, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক হতে চলেছে। অর্থাৎ সরকার চায় মানুষ মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকুক আর তার দুঃখ-কষ্টের কথা, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, অশিক্ষা, বিনা চিকিৎসার কথা ভুলে থাকুক। বরং ভোটের সময় সরকারি দলগুলির বদান্যতায় অঢেল মদ খেয়ে তাদেরই আবার ভোট দিয়ে আসুক।

পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। এ বছর রেকর্ড মদ বিক্রি করে দশ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে রাজ্য সরকার। এ নিয়ে নিশ্চয়ই নেতা-মন্ত্রীদের গর্বের অন্ত নেই। অথচ মদ যে সর্বনাশা, মদের নেশা যে মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে অধঃপাতের পথে নিয়ে যায়, এ তো সবারই জানা। আন্তর্জাতিক সমীক্ষাটি দেখাচ্ছে, মদ নানা রকম রোগের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রায় ২০০টি রোগের উৎস মদ্যপান। শুধু তাই নয়, এক সমীক্ষায় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু) জানিয়েছে, ভারতে গড়ে প্রতি বছর ২.৬০ লক্ষ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে মদ্যপানজনিত রোগ এবং মদ্যপ অবস্থায় পথ দুর্ঘটনায়। নারীধর্ষণ ও মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা যে সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তার পিছনেও অন্যতম কারণ মদের সর্বনাশা নেশা। ধর্ষণ-অত্যাচারের অধিকাংশ ঘটনাতেই দেখা যায়, উৎপীড়করা মদ্যপ অবস্থায় ছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা কি মদের এই মারাত্মক কুফলের কথা জানেন না? অবশ্যই জানেন। মদের এই স্বাভাবিক পরিণতির কথা না জানার কোনও কারণ নেই। তা হলে মদের প্রসার তাঁরা আরও বাড়িয়ে তুলছেন কেন? এর থেকেই স্পষ্ট, এই সব দল এবং সরকারগুলি মুখে জনদরদের যে কথা বলে তা কতখানি ভুয়ো।

আসলে এরা সকলেই চায় সাধারণ মানুষ মদ খাক, নেশা করুক আর এই ভাবে জীবনের শোষণ-যন্ত্রণার কথা ভুলে থাকুক। তা হলে গণতন্ত্রের নাম নিয়ে শাসক শ্রেণি এবং তাদের মদতপুষ্ট সরকারি দলগুলি যে শোষণ-অত্যাচার জনগণের উপর চালিয়ে যাচ্ছে তা নির্বিঘ্ন হয়। কেন শোষণ, কেন দারিদ্র, কেন বৈষম্য, এসবের হাত থেকে রেহাইয়ের রাস্তা কী, এসব প্রশ্ন আর কেউ করবে না। কেন গণতন্ত্রের নামে বারবার ভোট হয়, বারবার সরকার বদলায় অথচ জনগণের দুরবস্থার বদল হয় না, এ প্রশ্ন কেউ তুলবে না। সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের চুরি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে, জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে কোনও যুবকের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তা হলে আর আকাশে উঠবে না, যা শাসকের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে

তিনের পাতায় দেখুন

সাইক্লোনের ধ্বংসকাণ্ডকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি

বেছে বেছে ত্রাণ দেওয়া চলবে না। সব ক্ষতিগ্রস্তের জন্যই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পর্যাপ্ত ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফণী সাইক্লোন বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করতে হবে প্রভৃতি দাবিতে ১০ মে কটকে জেলাশাসক দপ্তরে দলের বিক্ষোভ

ওড়িশার ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় সরকারি ত্রাণ পৌঁছয়নি। নির্বাচন শেষ হতেই বাকি দলগুলির জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কর্মীরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ত্রাণের কাজে। খাদ্য এবং অর্থ সংগ্রহ করে নানা জায়গায় খুলেছেন রিলিফ সেন্টার। বন্দোবস্ত করেছেন রান্না করা খাবারের। কটকের একটি ত্রাণশিবিরের ছবি

‘উজ্জ্বল’ ধোঁকাবাজি

ভোটের প্রচারে গলা ফাটিয়ে বলে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী— ‘উজ্জ্বলা’ যোজনায় ৭ কোটি পরিবার নাকি বিনা পয়সায় রান্নার গ্যাসের কানেকশন পেয়ে মহানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। পেট্রল পাম্পের দেওয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে বিজ্ঞাপন— ছবিতে দেখানো মহিলারা হাসি হাসি মুখে বলছেন, ‘এখন আর কাঠ কুটো কুড়িয়ে রান্নার কষ্ট নেই— প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া এলপিজি আছে’। বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি সাহেবের ধোঁকাবাজির খেলায় এটি যে আর এক সংযোজন, তা আবার ফাঁস হয়ে গেল।

২০১৬ সালের ১ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটা করে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলির মহিলাদের নামে ‘বিনামূল্যে’ রান্নার গ্যাসের কানেকশন দেওয়ার প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার গুড্ডি দেবীর হাতে প্রথম গ্রাহকের কাগজ তুলে দিয়ে। একই সাথে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে নিয়ে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহও গুজরাটে একজন গ্রাহকের হাতে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসের বই তুলে দিয়ে উদ্বোধনে সামিল হয়েছিলেন। সেই গুড্ডি দেবী গত ৭ মে এক টিভি চ্যানেলের ইন্টারভিউতে জানিয়েছেন, রান্নার জন্য এখন তাঁর ঘুঁটের আগুনই ভরসা। কারণ গ্যাস সিলিন্ডার কেনবার মতো পয়সা তাঁর নেই। তাই বিগত তিন বছরের ৩৬ মাসে তিনি ১১টির বেশি সিলিন্ডার কিনতে পারেননি (এই সময়, ৮ মে ২০১৯)।

তিনি একা নন, ‘রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ কমপ্যাশনেট ইকনমিকস’ সংস্থা এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে

দুয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

নীতিহীনতার কদর্য স্রোত

তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর 'কুকথায়' নাকি তাঁদের দলের কর্মীরাও হতভম্ব (বর্তমান, ২৯/৪)। দেশ জুড়ে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কুকথায় লাগাম টানতে সুপ্রিম কোর্টকে ইদানীং হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একাধিক নেতা-নেত্রীর মধ্যে এ রাজ্যে কৃষ্ণনগরের বিজেপি নেতার প্রচারেও সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। কিন্তু কুকথার স্রোত যেন কোনও বাধাই মানছে না। গত ২৬ এপ্রিল দুপুরে তমলুক লোকসভা এলাকার কাঁকটিয়া দুর্গামণ্ডপ লাগোয়া মাঠের সভায় বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ নস্করের কুকথায় সাধারণ মানুষ হতচকিত। মঞ্চে উপবিষ্ট নেতারা তখন মুখ নিচু করে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন। উপস্থিত দলের মহিলা কর্মীরাও সভাস্থলে লজ্জায় কোণঠাসা। প্রার্থীর রুচিবোধ ও মানসিকতার পরিচয় পেয়ে দলের কর্মীরাও হতবাক। এ জাতীয় ভাষাও যে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা যায় তা সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারেননি। যে বিজেপি একটা ভিন্ন জাতের দল হিসাবে, আদর্শনিষ্ঠ দল হিসাবে নিজেদের তুলে ধরেছিল তার আজ এই অবস্থা! ভোটে জিততে হবে, তাই যে কোনও রকম পথ অবলম্বন করা যেতে পারে— এই হল নেতাদের মূলমন্ত্র। তাই তাঁদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলছেন, 'ভদ্রতার কথা বলে কে কবে জিতেছেন' (এই সময় ২৬/৪)। তাঁর সাফ কথা, 'নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের ডায়লগ শুনছেন না। আমার ভাষাতেই কথা বলছেন তাঁরা। আগে বুঝলে বাংলায় এতদিনে পরিবর্তন হয়ে যেত। পাবলিক এটাই চায়। আমার থেকে বেশি অসংসদীয় কথা বলছে সিপিএম, তৃণমূল। এটাই বাংলার রাজনীতি। ভদ্রতার কথা বলে কে কবে জিততে পেরেছেন?'

এ সব বলে তিনি নিজের স্বরূপটিই কেবল জনসমক্ষে তুলে ধরলেন না, এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও তাঁর বিকৃত ধারণা প্রকাশ করলেন, সাধারণ মানুষের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলেন। এ ধারণা তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা বললে ভুল বলা হবে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর বক্তব্য হল, নীতির অনুসারী হওয়ার দরকার নেই, যেভাবে হোক ভোটে জেতাটাই বড় কথা। পশ্চিমবঙ্গের দলীয় নেতাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কথা বলে যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছিল তাঁরা কেউ জিততে পারেননি। ফলে এই লোকসভা ভোটে আর নীতি ও আদর্শ-স্বচ্ছতা এসব বিচারের দরকার নেই। এই নির্দেশ শিরোধার্য করে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন, যে কোনও লোককে গ্রহণ করতে তাঁদের অসুবিধা নেই। প্রার্থীর গায়ে দুর্নীতির দাগ থাকলেও অসুবিধা নেই। তাঁদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না। বিজেপি সাদরে তাঁদের গ্রহণ করে নেবে, জেতাটাই আসল (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩/৩)।

বিজেপি নেতাদের বক্তব্য শুনে যাঁরা আঁতকে উঠছেন, তাঁদের উদ্দেশে বলি, বিজেপি তাদের বর্তমানের ঘোষিত নীতিই অনুসরণ করে চলছে। সিদ্ধার্থবাবু, দিলীপবাবুরা ঘোষিত এই নীতিরই অনুসারী। যাঁরা রাজনীতিকে বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশ্লেষণধর্মী মন নিয়ে দেখেছেন তাঁরা জানেন, বিজেপির রাজনীতিতে কোনও দিনই নীতি-নৈতিকতা-আদর্শের বালাই ছিল না। নীতি-আদর্শের যে কথাগুলি তারা বলত, সেগুলিও ছিল ভোট-রাজনীতিকে পুষ্ট করার কৌশলগত লাইন। ভোট কুড়োতে পাঁচ বছর আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কেন রক্ষা হয়নি, তার জবাব দিতে তাই এখন সর্বভারতীয় সভাপতিকে পর্যন্ত বলতে হচ্ছে, এসব 'জুমলা' অর্থাৎ কথার কথা। বলতে হয় তাই বলা, না হলে ভোট পাওয়া যায় না।

নীতিহীনতার এই কদর্য স্রোত কেবল বিজেপির রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নয়। ক্ষমতালোভী সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোট-রাজনীতিকে মুখ্য করতে গিয়ে আজ এই পথ বেছে নিয়েছে। গদিলিপ্সা আজ বিজেপির মতো কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম প্রমুখ রাজনৈতিক দলগুলিকেও এই রাস্তায় নামিয়েছে। সে কারণে এই দলগুলির মধ্যে নিজেদের অবস্থান বদলে নেওয়ার ব্যাপারটাও দিনের পর দিন খুব সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। দু'দিন আগেও যারা ছিল কংগ্রেসে বা সিপিএমে, ভোটের আগে আজকে তাদের অনেকেই তৃণমূল বা বিজেপিতে। হাওয়া বুঝে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে আকছার। রাজনীতির এই হাল দেখে বহু সাধারণ মানুষ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। এর ফলে এদের এমন ধরনের রাজনীতি করতে খুব বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এই রাজনৈতিক আবহে সহজেই পুষ্ট হচ্ছে ধনিক শ্রেণির স্বার্থ, যারা তথাকথিত চৌকিদারদের ছত্রছায়ায় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে শোষণের মাধ্যমে নিজেদের সম্পদের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে তুলছে।

গৌরীশংকর দাস
সাঁজোয়াল, খড়গপুর

■

শুধুই বন্ধু নয়, কমরেড

আমার এক কলেজবেলার বন্ধু কখনও সরাসরি রাজনীতি না করলেও পারিবারিক সূত্রে ছিল বাম সরকারের সমর্থক। ওই সরকারের সমালোচক হিসাবে আমার সঙ্গে ওর নানা সময়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এমনকী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়েও প্রথম দিকে ওর বিস্তর প্রশ্ন ছিল। ধারাবাহিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সে সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে। তখন থেকেই ও সংগ্রামী বামপন্থী দল হিসাবে এসইউসিআই (সি)-কে নানা ভাবে সাহায্য-সমর্থন করে আসছে।

এবারের লোকসভা নির্বাচনের তহবিলে চাঁদা দেওয়ার কথা ফোনে জানালাম ওকে। ও বলল, 'সময় করে একদিন বাড়িতে বা অফিসে চলে আয়।' পরদিন আমি গেলাম ক্যানিং স্ট্রিটের কাছে ওর বিমা কোম্পানির ব্রাঞ্চ অফিসে। ওর থেকে চাঁদা নিয়ে চলে আসব, এই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু অফিসে ঘটল অন্য ঘটনা।

যাওয়ার পর দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তার পর বন্ধুটি এক হাজার টাকা চাঁদা দিল। তারপর একে একে ওর প্রত্যেক সহকর্মীকে বলতে শুরু করল, 'এই, আমাদের ইলেকশন ফান্ডে কিছু চাঁদা দিন তো।' প্রথম যাঁকে বলল সে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল, 'ইলেকশন ফান্ড! আপনি পার্টি করেন নাকি! কোন পার্টি?' বন্ধুটি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, 'একটা পার্টিই তো মানুষের জন্য লড়ে। এসইউসিআই। দিন, একটু বেশি করে চাঁদা দিন। রাজ্যে সব কটা সিটে আমরা লড়ছি।' সহকর্মীটি একশো টাকা দিলেন। এভাবে আরও চার জন পঞ্চাশ-একশো করে দিলেন। তার পর এলেন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। বামপন্থীদের আন্দোলন নিয়ে নিজের কিছু অনুভূতির কথা বললেন এবং দুশো টাকা চাঁদা দিলেন।

ফেরার পথে ভাবছিলাম, নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দলের কত সমর্থক, কত দরদি। কিন্তু এরকম সংগঠকও যে রয়েছে, সে ধারণা আমার ছিল না।

সুব্রত দাস
কলকাতা-৭৭

জীবনাবসান

নদিয়া জেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের দলের কর্মী জাহানারা বেগম ৩ মে বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। ২০০৫ সালে তিনি দলের মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর জেলা কমিটির সহসভাপতি নির্বাচিত হন। জাহানারা বেগম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত নদিয়া জেলার বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দলের নেতা-কর্মীরা সব সময়ই তাঁর কাছ থেকে উষ্ণ আতিথেয়তা পেতেন। অসুস্থতা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি দলের কেন্দ্রীয় সভা-সমাবেশে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে দল হারালো একজন দরদি সমর্থককে।

কমরেড জাহানারা বেগম লাল সেলাম

'উজ্জ্বল' ধোঁকাবাজি

একের পাতার পর

সমীক্ষা করে দেখেছে, উজ্জ্বলা গ্যাস গ্রাহকরাই নন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির যাদেরই রান্নার গ্যাসের সংযোগ আছে তাদের ৯০ শতাংশই পুরোপুরি গ্যাসের উপর নির্ভর করে রান্না করতে পারেন না। কাঠকুটো, ঘুঁটে, কেরোসিনের মতো অন্য কোনও জ্বালানির উৎসের উপর নির্ভরশীল তাঁরা।

কারণটা বোঝা অসম্ভব নয়। গুড্ডি দেবী নিজেও সেকথা বলে দিয়েছেন। তিনি যখন এই সংযোগ পেয়েছিলেন সেই সময় গ্যাসের সিলিন্ডার নিতে গেলে নগদ ৫২০ টাকা দিতে হত। এখন ডিলারকে দিতে হয় ৭৭০ টাকা। মাঝে আরও বেড়ে তা হয়েছিল প্রায় ৯০০ টাকা। ভর্তুকির নামে সবচেয়ে বড় ভাঁওতার কারবার করেছে বিজেপি সরকার। বিনা পয়সায় সংযোগ দেওয়ার নামে গ্রাহকদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রথম চোটেই গ্যাস ওভেন এবং প্রথম সিলিন্ডারের দাম বাবদ নেওয়া হচ্ছে ১৭৫০ টাকা। গ্রাককে ঠকানোর জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তেল কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে প্রথম ১৭৫০ টাকাকে ঋণ হিসাবে ধরতে। অর্থাৎ দরিদ্র যে মহিলা বিনাপয়সার সংযোগ ভেবে উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস নিচ্ছেন, অজান্তেই তাঁর ঘাড়ে চাপছে ঋণের বোঝা। তেল কোম্পানিগুলি ভর্তুকি থেকে এই টাকা উসুল করে নেবে। যে ১৬০০ টাকা ভর্তুকি বাবদ সরকারের দেওয়ার কথা তা তারা নিজের কাছেই রেখে দিচ্ছে। গ্রাহককে গ্যাস নিতে হচ্ছে বাজার মূল্যে। এখন কলকাতায় ভর্তুকিবিহীন গ্যাসের দাম ৭৪০টাকা, অর্থাৎ ভর্তুকি বাবদ গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার কথা ২৪০টাকা। কিন্তু তথাকথিত 'বিনাপয়সা'র গ্যাস গ্রাহকরা একটি পয়সাও ভর্তুকি পাবেন না। ১৭৫০ টাকা শোধ না করা পর্যন্ত দারিদ্র সীমার নিচে থাকা পরিবারগুলিকে পুরো বাজার দামেই গ্যাস নিয়ে যেতে হবে। ১৬০০ টাকা ভর্তুকি তারপরের ৬টি সিলিন্ডারে দফায় দফায় পাবে উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকরা। সমস্ত ডোমেস্টিক গ্যাস গ্রাহকদের জন্য যে ভর্তুকি বরাদ্দ, দরিদ্র হওয়ার অপরাধে সেটুকু থেকেও তাঁরা বঞ্চিত থাকবেন। দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের সাথে চরম প্রতারণা ছাড়া এ আর কিছু নয়। অতীতের ঠগীরাও বোধহয় এমন নির্বিকার নিষ্ঠুরতায় হাসতে হাসতে মানুষের গলা কাটতে লজ্জা পেত!

স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে এই বোঝা বয়ে চলা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সাবেক কাঠকুটো, ঘুঁটের ভরসাতেই রান্নার ব্যবস্থায় ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। সরকার যতই দাবি করুক ৮০ শতাংশ গ্যাস গ্রাহক নিয়মিত গ্যাস নিচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতি ঠিক তার বিপরীত। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী নিজেই গত ডিসেম্বর মাসে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন ওড়িশার মতো রাজ্যে ৯৭ শতাংশের বেশি উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহক বছরে একটি বা দুটি সিলিন্ডার নিচ্ছেন। (ফ্রন্টলাইন ১২ এপ্রিল ২০১৯)। অন্যান্য রাজ্যের অবস্থাও ভাল নয়। সরকার হিসাবে যতই জল মেশাক, দেখা যাচ্ছে সারা দেশে প্রায় ৭৫ শতাংশ উজ্জ্বলা গ্রাহক সারা বছরে দুই থেকে তিনটির বেশি সিলিন্ডার কিনতে পারেন না। ডিলাররা হুমকি দিয়ে, মিথ্যে শাস্তির ভয় দেখিয়ে সিলিন্ডার কেনায় বলে কিছু জন গ্যাস কেনে, না হলে সেটুকু বিক্রিও হত না। কারণ মোদি সাহেবের গ্যাসের ধোঁকার বোঝা বওয়া দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

সরকারের ধামাধরা এবং ঘোলাটে বুদ্ধির কিছু বুদ্ধিজীবী চোখের জল ফেলে বলেন, পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির মহান উপকারিতা গ্রামের মহিলারা বুঝতেই পারছেন না। সত্যিই কি তাই! সরকার পরিবেশের কথা ভাবলে আম্বানি, আদানিদের মতো তেল কোম্পানির ধনকুবের মালিকদের স্বার্থে এলপিজি গ্যাস গ্রামের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত না। বরং গোবর গ্যাস, আনাজের খোসা-পাতা পচিয়ে তৈরি জৈব গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারের পরিকাঠামো গড়ে তুলত। যা অতি সহজেই গ্রামের মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব। এই সমস্ত জৈব গ্যাসের প্ল্যান্ট বানানোর যে প্রাথমিক খরচ সেটা সরকার জোগালে গ্রামীণ জনগণের বড় অংশের জ্বালানি চাহিদা এতেই মেটানো যায়। কিন্তু সে পথে হাঁটতে গেলে যে জনমুখী দৃষ্টি প্রয়োজন তা বিজেপির নেই। বিজেপি তো আর জনসেবা করার জন্য ধনকুবেরদের টাকায় ভোট লড়ছে না। যাদের টাকায় তাদের এত রমরমা সেই সব ধনকুবেরদের স্বার্থেই দরিদ্র মানুষের সাথে এই চরম ধোঁকাবাজি করছে বিজেপি সরকার।

আবার দখলদারির অপচেষ্টা রুখে দিল ভেনেজুয়েলা

আরও একবার ব্যর্থ হল ভেনেজুয়েলায় দখলদারির অপচেষ্টা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরানোর অপচেষ্টা চলছে ভেনেজুয়েলায়। ২৩ জানুয়ারি তাদেরই আশীর্বাদের হাত মাথায় নিয়ে নিজেকে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন এক দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নেতা জুয়ান গুয়াইডো। কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের শাসক তাঁর প্রতি সমর্থনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। প্রেসিডেন্ট মাদুরোর নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলার মানুষ গুয়াইডোদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেয়নি।

এবারের ঘটনা ১ মে-র। আগের দিন গুয়াইডো টুইটারে একটি ভিডিও প্রকাশ করে ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীর কাছে বিদ্রোহ ঘোষণা করার আর্জি জানান। বলেন তাঁদের 'অপারেশন ফ্রিডম' নাকি চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে গেছে। ডাকে সাড়া দিয়ে কয়েকজন সেনা-অফিসার দেশের একটি চরম দক্ষিণপন্থী দলের নেতা গৃহবন্দি লিওপোল্ডো লোপেজকে মুক্তি দেন। আলটামিরা ডিস্ট্রিবিউটার রোডে গুয়াইডোর দলবল পথ অবরোধ করে। এলাকার ভিডিও ফুটেজ দেখে বোঝা গেছে গুয়াইডোর পক্ষে যোগ দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার হাতে-গোনা কয়েকজন সেনা। এঁদের বিক্ষোভও ওইটুকু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, গোটা দেশে ছড়াতে পারেনি। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মাদুরো সরকার। লোপেজ স্পেনের দূতাবাসে আশ্রয় নেন। সেনাদের বেশ কয়েকজন আশ্রয় নেন রাজধানী কারাকাসে ব্রাজিলের দূতাবাসে।

ভেনেজুয়েলায় দখলদারির এই সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার প্রতিবাদে আরও একবার পথে নামেন ভেনেজুয়েলার মানুষ। নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। মাদুরো সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন মাদুরো সরকারের প্রতি। নির্বাচিত সরকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশে দেশের মানুষকে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের সামনে সমবেত হওয়ার অনুরোধ জানায় প্রশাসন। ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ হাজারে হাজারে প্রাসাদের সামনে জড়ো হন। দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ভেনেজুয়েলায় বারবার অস্থিরতা সৃষ্টির এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টাকে ধিক্কার জানান।

এদিকে গুয়াইডোর এই লজ্জাজনক পরাজয়ে রেগে আগুন আমেরিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জন বোল্টন। ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধানকে তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, গুয়াইডোকে সমর্থন করার এই নাকি তাঁদের শেষ সুযোগ। অর্থাৎ ভালোয় ভালোয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল গুয়াইডোর হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে দেওয়া হোক, নয়ত ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করতে ন্যায়-নীতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমেরিকা ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি।

গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষও দৃঢ়তার সাথে দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় বদ্ধপরিকর। সাম্রাজ্যবাদী হানাদারদের তাঁরা ছেড়ে কথা বলবেন না।

মদের বিক্রি বেড়েছে

একের পাতার পর

পারে। জনগণকে অজ্ঞ, মূর্খ, অসচেতন, বেহুঁশ রাখতে পারলেই, পশুর মতো করে রাখতে পারলেই শাসকদের সুবিধা। নেশাগ্রস্ত জনগণকে তা হলে তাদের বোঝাতে সুবিধা হয় যে, তাদের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী মালিক শ্রেণি নয়, শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নয়, দায়ী তাদের অসংযত চরিত্র। অন্যদেরও বোঝানো যায় যে, মানুষের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ আছে বলেই তারা মদের পিছনে খরচ করতে পারে, যা আসলে উন্নয়নেরই লক্ষণ। বাস্তবে দুর্ভিক্ষের সময়েও সিনেমা হলগুলির সামনে ভিড় দেখিয়েই এরা বলে, কোথায় গরিবের কষ্ট? ভালোই তো আছে মানুষ! অথচ পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনা মানুষকে যে হীন অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে, তা তাকে বিবেকহীন পশুর স্তরে নামিয়ে আনে। সে এমনকি পরিবারকে অনাহারে রেখে, সন্তানকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেও ছোটে ভাটিখানার দিকে। আর তা দেখিয়ে এই শাসকরা বলে —দেখো ভাটিখানায় কত ভিড়! মানুষের হাতে কত অর্থ!

টানা দু'মাস স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

টানা ২ মাস স্কুল বন্ধের নির্দেশিকা পুনর্বিবেচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবিতে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ৭ মে একটি খোলা চিঠি দেওয়া হয়, পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর নিকটও একই দাবি করা হয়। এক প্রেস বিবৃতিতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা বলেন, সরকার নির্বাচনের মুখে সস্তা জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে এই ঘোষণা করেছে। এর সঙ্গে শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি অবিলম্বে এই নির্দেশিকা বাতিল করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানান।

অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র পক্ষ থেকে সংগঠনের সিউড়িতে ডি আই অফিসে বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি অভিজিৎ মুখার্জীর নেতৃত্বে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের উদ্দেশে ১০ মে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে বলা হয়, বেশিরভাগ সরকারি স্কুল কিছুদিন আগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় বন্ধ ছিল, তারপর বিভিন্ন দফায় ভোটের জন্যও বহু স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ। এর মধ্যেই সদ্য স্কুলগুলোতে ইউনিট টেস্ট শেষ হয়েছে। পরবর্তী ইউনিট টেস্টের আগে অযৌক্তিকভাবে এতদিন স্কুল বন্ধ থাকলে শিক্ষক শিক্ষিকারা দায়সারা ভাবে সিলেবাস শেষ করতে বাধ্য হবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে যথার্থ শিক্ষা পৌঁছবে না এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন ঘটবে। দীর্ঘ এই ছুটির সিদ্ধান্ত সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে গুরুত্বহীন করে বেসরকারিকরণের প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা শিক্ষাব্যবস্থার উপর এই পরিকল্পিত আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করছি ও অবিলম্বে এই ফরমান প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

কোচবিহার ডিআই দপ্তরে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ। ৭ মে

উত্তর ২৪ পরগণায় ডিআই অফিসে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ। ১০ মে

ছুটির মধ্যেও মিড ডে মিল চালু রাখার দাবি

ঘুর্ণিঝড় ও গরমের কারণ দেখিয়ে সরকারি স্কুলগুলিতে দু'মাসের টানা ছুটি ঘোষণার ফলে দু'মাস ধরে মিড ডে মিল প্রকল্পও বন্ধ থাকছে। অথচ এ রাজ্যের বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কাছে দুপুরের খাবার হিসাবে মিড ডে মিলই একমাত্র ভরসা। এই অবস্থায় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ছুটির দু'মাসেও প্রকল্প চালু রাখার দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি অশোক দাস ৭ মে রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এই দাবিতে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে ছুটির সময় প্রকল্প চালু রেখে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি স্কুল বন্ধের অজুহাতে মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন বন্ধ না করার দাবিও তোলা হয়।

ওড়িশার জেলায় জেলায় ত্রাণশিবির ও মেডিকেল ক্যাম্প

চিল্কা হ্রদের মধ্য দিয়ে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। (মাঝে) গঞ্জাম জেলার একটি ত্রাণ শিবির। (ডানদিকে) পুরীতে মেডিকেল ক্যাম্প

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

আর্থিক বৃদ্ধির হিসাবও ভুয়ো

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের আরও একটি ঠগবাজির পর্দা ফাঁস হয়ে গেল। দেশের যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপি বৃদ্ধির হার নিয়ে অবিরাম লম্ফ ঝম্প করতে দেখা যায় বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের, তার হিসাবে রয়েছে অসংখ্য মিথ্যা। এই ঠগবাজি এবার ফাঁস করে দিয়েছে খোদ সরকারি সংস্থা 'ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন' বা এনএসএসও।

অনেকেরই হয়ত মনে আছে, সরকারে বসেই কেন্দ্রের মোদি সরকার দেশের জিডিপি মাপার পদ্ধতিটাই এমন ভাবে বদলে দিয়েছিল যে আর্থিক বৃদ্ধির হারে ভারত প্রায় বিশ্বসেরার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পরে সেই ফাঁকি ধরা পড়ে। সম্প্রতি এনএসএসও-র সমীক্ষা দেখাল শুধু পদ্ধতির বদলই নয়, জিডিপির হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে রীতিমতো ভুয়ো সব তথ্য! এবং সেই ভুয়ো তথ্যের ভিত্তিতেই ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম গতিতে বাড়তে থাকা অর্থনীতিগুলির অন্যতম বলে ঘোষণা করে প্রচারের ঢাক পেটাচ্ছে বিজেপি।

কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের তালিকায় রয়েছে যে সব কর্পোরেট সংস্থা, জিডিপি হিসাব করা হয় তাদের তথ্য নিয়ে। এনএসএসও-র সমীক্ষা বলছে, এই সংস্থাগুলির ৩৬ শতাংশেরই কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ হয় এইসব কর্পোরেট সংস্থাগুলি ভুয়ো, অথবা এদের কোনও অস্তিত্বই নেই। জিডিপি মাপতে ব্যবহার হওয়া এই ধরনের সংস্থার সংখ্যা প্রায় ৪ হাজারের মতো। ফলে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, জিডিপি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা দিয়ে একটি দেশ অর্থনৈতিক ভাবে এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করেন অর্থনীতিবিদরা, তার হিসাবে রীতিমতো জল মেশানো হয়েছে। কে জোগায় জিডিপি পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় এইসব পরিসংখ্যান? এই দায়িত্ব রয়েছে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকস অফিস বা সিএসও-র উপর। বোঝাই যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের নির্দেশেই এই কারচুপি করেছে সিএসও, যাতে জিডিপি বৃদ্ধির হার বড় করে দেখানো যায়।

কেন এমন করতে হল নরেন্দ্র মোদিদের? বাস্তবে এদেশে অর্থনৈতিক অবস্থার হাল কেমন, তার জন্য জিডিপির হিসাব কষার দরকার পড়ে না, মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দিয়েই হাড়ে হাড়ে সে কথা বোঝে। নেতা-মন্ত্রীদের ভাষণেই শুধু অর্থনীতির উজ্জ্বল ছবির ঢাক পেটানো হয়, বাকি সর্বত্রই সে ছবিতে গাঢ় কালি মাখানো। দেশ জুড়ে বেকারির হাহাকার। ঋণের ফাঁদে পড়ে ছটফট করতে থাকা চাষির সংখ্যা, আত্মঘাতী চাষির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। নতুন কারখানা তৈরি হওয়া দূরে থাক, ছোট ও মাঝারি শিল্প কল-কারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির আঁচে ঝলসে যাচ্ছে দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন। বাজারে জিনিসের অভাব না থাকলেও ব্যাপক অভাব রয়েছে মানুষের কেনার সামর্থ্যের। অতি সাম্প্রতিক এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এমনকী অতি সাধারণ ভোগ্যপণ্যগুলির বিক্রিও অনেকটা কমে গেছে। এদেশের এই চেনা অন্ধকারের ছবির মুখে নরেন্দ্র মোদির পাঁচ বছরের শাসন আরও গাঢ় কালির ছোপ লাগিয়েছে। ফলে ভোটের মরশুমে মুখরক্ষা করতে হিসেবে কারচুপি করার সহজ পথটাই বেছে নিয়েছে বিজেপি সরকারের কর্তারা। কয়েক মাস আগে এই এনএসএসও-রই তৈরি করা বেকারি সংক্রান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করতে দেয়নি নরেন্দ্র মোদির সরকার। প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন পরিসংখ্যান কমিশনের সদস্যরা। পরে জানা যায়, গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি হয়েছে মোদির আমলে এবং সেই কারণেই রিপোর্ট চেপে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল সরকার। দেশ জুড়ে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল। এবারে ফাঁস হয়ে গেল মোদি সরকারের ঠগবাজির আরও বড় কীর্তি।

ভোটের এই মরশুমে রেডিও-টিভিতে রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। বিজেপির এমনই একটি বিজ্ঞাপনে 'ইমানদার নরেন্দ্র মোদি'র প্রচারে সোচ্চার অভিনেতারা। 'ইমানদার' শব্দের অর্থ বিশ্বাসযোগ্য তথা সৎ মানুষ। কর্মহীনের সংখ্যা লুকোতে কিংবা জিডিপির মান বাড়িয়ে তুলতে নরেন্দ্র মোদির সরকার বারবার যেভাবে মিথ্যাচার আর ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিচ্ছে, তাতে এর পরে শব্দটির মানেই না পাল্টে যায়!

বিজ্ঞানী মেহের ইঞ্জিনিয়ার স্মরণে সভা

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, বোস ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধিকর্তা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মেহের ইঞ্জিনিয়ার গত ২৪ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। একজন উঁচু মানের বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও মেহের ইঞ্জিনিয়ার সব সময় নিপীড়িত মানুষের আন্দোলনের পাশে থাকতেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ গড়ে উঠলে তিনি সক্রিয়ভাবে তাতে যুক্ত হয়ে মঞ্চের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। লালগড় আন্দোলন, শ্রমিক ও চাষিদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন, বহুজাতিক কোম্পানির জি এম শস্য চালুর বিরুদ্ধে আন্দোলনেই শুধু নয়, শিক্ষার অধিকারের দাবি, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে ২ মে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের আহ্বানে কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাগৃহে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং মঞ্চের সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী।

আমেদাবাদে বিক্ষোভ

খরা, পানীয় জলসঙ্কট, কৃষি সমস্যা, বহুজাতিক সংস্থা পেপসিকোর স্বৈরাচার এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকা নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে গুজরাটের আমেদাবাদে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ৬ মে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ হয়। প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন

দুর্গাপুরে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

পূর্ব বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কাজ করেন ২৫৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী। গ্রামীণ আশাকর্মীদের মতো এই স্বাস্থ্যকর্মীরা শহরের বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষ, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন নির্ধারিত কাজ করে থাকেন। অথচ এর দরুন কোনও অর্থ তাঁরা পান না। এই পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে তাঁদের ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশনের কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, উপযুক্ত বেতন ও অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবিতে ১১ মে দুর্গাপুরে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী দিনে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়।

নির্বাচন শেষ হতে না হতেই
এস ইউ সি আই (সি) রাস্তায়

নির্বাচন শেষ না হতেই আন্দোলনে নেমে পড়েছেন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা। মদ নিষিদ্ধ করা ও মদের দোকানগুলি বন্ধ করার দাবিতে ১৩ মে বালুরঘাট থানায় তুমুল বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com